Visit http://www.asram.org

দিদাখে

(বারোজন প্রেরিতদূতের শিক্ষাবাণী)

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

প্রথম প্রকাশ ৫ই মে ২০০৫
প্রভুর স্বর্গারোহণ

অনুবাদ © সাধু বেনেডিক্ট মঠ

প্রকাশনা © সাধু বেনেডিক্ট মঠ
মহেশ্বরপাশা, খুলনা
বাংলাদেশ

ভূমিকা

‘দিদাখে’ পুস্তকটি খ্রীষ্টধর্মের আদিলগ্নে খুবই পরিচিত ছিল: দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহান শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা অরিজেন ও আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট তাতে শাস্ত্রীয় মর্যাদা আরোপ করেন। এউসেবিউস, সাধু আথানাসিউস ও অন্যান্য বহু সাধুগণও তা মূল্যবান একটি পুস্তক বলে গণ্য করে নিজেদের লেখায় তা ব্যবহার করেন। অথচ দ্বাদশ শতাব্দীতে দিদাখে পুস্তকের একটিও আর পাওয়া গেল না, সবগুলো হারিয়ে গেছিল। তাই মহা আনন্দের দিন হল সেই দিন যখন, ১৮৭৩ সালে, তার একটা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়।

পুস্তকটির লেখক সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত কোন খবর নেই; পুস্তকটি সম্ভবত ৬০ খ্রীষ্টাব্দে, আন্তিওখিয়ায়, লিপিবদ্ধ হয়। তার কাঠামো এরূপ:

১–৬ অধ্যায়:	নৈতিক নির্দেশাবলি
৭–১০ অধ্যায়:	উপাসনা-সংক্রান্ত নির্দেশাবলি
১১–১৫ অধ্যায়:	শাসনমূলক নির্দেশাবলি
১৬ অধ্যায়:	উপসংহার

লক্ষণীয়, প্রৈরিতিক পিতৃগণের ভাষায়, ‘ধন্যবাদ-স্তুতি’ কথাটা বাংলা ভাষায় প্রচলিত খ্রীষ্টযাগ ও খ্রীষ্টপ্রসাদ শব্দ দু’টোর নিদেই অঙুলি নির্দেশ করে।

দিদাখে
(বারোজন প্রেরিতদূতের শিক্ষাবাণী)

বারোজন প্রেরিতদূতের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়দের কাছে প্রভুর শিক্ষাবাণী।

১ পথ দু'টো আছে: একটা হল জীবন-পথ, অপরটা মৃত্যু-পথ; আর পথ দু'টোর মধ্যে বড় পার্থক্যই রয়েছে।

জীবন-পথ এ: প্রথমত, তোমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি সেই ঈশ্বরকে ভালবাসবে; দ্বিতীয়ত, তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। আর যা তুমি চাও না তোমার প্রতি করা হোক, তুমিও তা কাউকে করো না।

এখন, এই বাণীর শিক্ষা এ: যারা তোমাদের অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদই কর, তোমাদের শত্রুদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, আর যারা তোমাদের নির্যাতন করে তাদের জন্য উপবাস পালন কর। কেননা যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কী মজুরি হবে? কর-আদায়কারীরাও কি সেইমত করে না? তোমরা কিন্তু তোমাদের ঘৃণা করে যারা তাদেরই ভালবাস, তাতে তোমাদের কোন শত্রু থাকবে না।

দৈহিক ও হীন লালসা থেকে দূরে থাক।

যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে ফিরিয়ে দাও; তবেই সিদ্ধপুরুষ হবে।

যে কেউ এক মাইল যেতে তোমাকে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দুই মাইল পথ চল।

যে কেউ তোমার জামা নেয়, তাকে চাদরও দাও।

যে কেউ তোমার কাছ থেকে তা-ই নেয় যা তোমারই, তা আদায় করো না, কেননা তাতে তুমি অক্ষম।

যে কেউ তোমার কাছে যাচ্‌না করে, তাকে দাও, মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, কেননা পিতার ইচ্ছাই আমরা যে যে উপকার পেয়েছি তা সকলকে দেব।

সুখী সেই জন যে আজ্ঞা অনুসারে দানশীল, কেননা সে নির্দোষ। কিন্তু যে গ্রহণ করে নেয় তাকে ধিক্! কেননা যে কেউ অভাবের চাপে গ্রহণ করে সে নির্দোষ, কিন্তু অভাবী না হয়ে যে কেউ গ্রহণ করে নেয় তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে কেন ও কীজন্যই গ্রহণ করেছে। তাকে কারাগারে দেওয়া হবে, তার ব্যবহারের বিষয়ে তাকে জেরা করা হবে, এবং শেষ কড়িটা শোধ না করা পর্যন্ত সে কোনমতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এবিষয়ে বলা হয়েছে: তোমার অর্থদান তোমার হাতের ঘামে ভিজে যাক যতক্ষণ না জান কাকে অর্থদান করতে যাচ্ছ।

২ শিক্ষাবাণীর দ্বিতীয় অংশ:

নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, সমকামী হবে না, যৌন-অনাচার করবে না, চুরি করবে না, যাদু বা মন্ত্র অনুশীলন করবে না, ভ্রূণহত্যা করবে না, নবজাত শিশুকে হত্যা করবে না।

প্রতিবেশীর সম্পদ লোভ করবে না। মিথ্যাশপথ করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, পরনিন্দা করবে না, মনে মনে ক্রোধ রাখবে না।

দু-মনা বা দ্বিজিহ্ব হবে না, কেননা দ্বিজিহ্ব হওয়াই হল মরণ-ফাঁদ।

তোমার কথন মিথ্যা ও অসার হবে না, বরং হবে কাজকর্মে প্রমাণিত।

কৃপণ হবে না, লোভীও নয়, মিথ্যাবাদীও নয়, পরনিন্দুকও নয়, গর্বিতও নয়; তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কুমতলবও আঁটবে না।

কাউকেই ঘৃণা করবে না; অবশ্যই কাউকে ভর্ৎসনা করতেই হবে, আবার কারও মঙ্গল প্রার্থনা করতেই হবে, আবার তোমার নিজের জীবনের চেয়ে কাউকে ভালবাসতেই হবে।

৩ বৎস আমার, যত অনিষ্ট, এমনকি, যা কিছু অনিষ্টকর মনে হয় তা থেকে দূরে পালাও।

ক্রোধপ্রবণ হবে না, কেননা ক্রোধ মানুষকে নরহত্যায় চালিত করে। হিংসাপ্রবণও হবে না, ঝগড়াটেও নয়, হিংস্রও নয়, কেননা এই সমস্ত অনিষ্ট থেকেই নরহত্যার উদ্ভব হয়।

বৎস আমার, লম্পট হবে না, কেননা লাম্পট্য ব্যভিচারেই চালিত করে; কথনে দৃষ্টিতে অশ্লীল হবে না, কেননা এই সমস্ত অনিষ্ট থেকেই ব্যভিচারের উদ্ভব হয়।

বৎস আমার, [অসার] দৈববাণীর উপর নির্ভর করবে না, কেননা দৈববাণী প্রতিমাপূজায় চালিত করে; মন্ত্রজালিকও হবে না, গণকও নয়, যাদুকরও নয়; তেমন কিছু শোনা ও দেখা থেকে বিরত থাকবে, কেননা এসব কিছু থেকেই প্রতিমাপূজার উদ্ভব হয়।

বৎস আমার, মিথ্যাবাদী হবে না, কেননা মিথ্যাকথন চুরিতেই চালিত করে; অর্থলোভীও হবে না, অসার গৌরবের অন্বেষীও নয়, কেননা এসব কিছু থেকেই চুরির উদ্ভব হয়।

বৎস আমার, বিড়বিড় করবে না, কেননা বিড়বিড়ানি পরনিন্দায় চালিত করে; অহঙ্কারীও হবে না, অমঙ্গলকামীও নয়, কেননা এসব কিছু থেকেই পরনিন্দার উদ্ভব হয়।

তুমি বরং হবে বিনম্র, কেননা বিনম্ররাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার। আবার তুমি হবে ধৈর্যশীল, দয়াবান, সত্যবাদী, শান্তিপ্রিয় ও মঙ্গলকর। যে শিক্ষাবাণী শুনে আসছ, তা সম্ভ্রমেই গ্রহণ কর।

বড়াই করবে না, নিজের প্রাণও দর্পিত হতে দেবে না। গর্বোদ্ধতদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না, বরং ন্যায়নিষ্ঠ ও বিনম্র যারা তাদেরই সঙ্গে পথ চল।

তোমার যা কিছু ঘটে তা মঙ্গল বলেই গ্রহণ করে নাও, একথা জেনে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না।

৪ বৎস আমার, ঈশ্বরের বাণী যিনি তোমার কাছে প্রচার করেন, তাঁকে দিবারাত্র স্মরণ কর, তাঁকে প্রভুকেই যেন সম্মান কর, কেননা যেখানে প্রভুর মাহাত্ম্যের কথা প্রচারিত সেখানে তিনি উপস্থিত। প্রতিদিন পবিত্রজনদের মুখ দেখতে চেষ্টা কর, যাতে তাদের বাণীতে সান্ত্বনা পেতে পার। বিভেদ বাসনা করো না, যারা রেষারেষি করে তাদের মধ্যে বরং পুনর্মিলনই আনবে। বিচার সম্পাদনে ন্যায়বান হও, অপরাধের ভর্ৎসনাকালে নিরপেক্ষতা দেখাও।

ঘটবে কি ঘটবে না, এবিষয়ে দু-মনা হবে না।

তুমি তাদেরই একজন হবে না যারা গ্রহণ করার জন্য হাত পাতে কিন্তু দেওয়ার সময়ে হাত ফিরিয়ে নেয়। তোমার কাজের ফলে যখন কিছু অর্জন কর, তখন তোমার পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্তরূপে কিছুটা দান কর। যখন অর্থদান করবে, তখন দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, গজগজও করবে না, তাঁরই কথা স্মরণ ক'রে যিনি তোমার অর্থদানের প্রতিদানদাতা।

অভাবীকে দূর করে দেবে না, তুমি বরং তোমার ভাইয়ের সঙ্গেই তোমার সবকিছুর অংশভাগিতা করবে, এবং এমন কথা বলবে না যে, সেই সবকিছু তোমারই। কেননা তোমরা যখন অনশ্বর বস্তুর অংশভাগী, তখন কি অধিকতর কারণে নশ্বর বস্তুরই অংশভাগী হবে না?

তোমার ছেলে কিংবা মেয়ের প্রতি তোমার হাত যেন বেশি হালকা না হয়, বরং তাদের যৌবনকাল থেকেই তাদের প্রভুভয় শেখাবে।

তোমার ক্রীতদাস-দাসীকে উগ্র আজ্ঞা দেবে না (তারা তো একই প্রভুতেই ভরসা রাখে), পাছে এমনটি না ঘটে যে তারা সেই ঈশ্বরভয় হারায় যে-ঈশ্বর তোমাদের উভয়েরই প্রভু। কেননা প্রভু ব্যক্তি-পক্ষপাত অনুসারে মানুষকে আহ্বান করতে আসেননি, বরং আত্মা দ্বারা যাদের প্রস্তুত করা হয়েছে তাদেরই আহ্বান করেন। কিন্তু তোমরা, হে ক্রীতদাস, তোমাদের প্রভুদের প্রতি কেমন যেন ঈশ্বরের প্রতিনিধিদেরই প্রতি সসম্মানে ও সভয়ে বশীভূত হও।

যা কিছু মিথ্যা, সেসব কিছু ঘৃণা কর, যাতে প্রভু প্রীত নন তাও ঘৃণা কর। প্রভুর আজ্ঞাবলি কখনও অবহেলা করবে না, বরং যেইভাবে সেগুলো গ্রহণ করেছিলে সেইভাবে সেগুলো পালন কর, আর সেগুলোতে কিছু যোগও দেবে না, সেগুলো থেকে কিছু বাতিলও করবে না।

জনমণ্ডলীতে তোমার অপরাধ স্বীকার করবে, প্রার্থনাসভায়ও মন্দ বিবেক নিয়ে যোগ দেবে না।

এটিই জীবন-পথ।

৫ কিন্তু মৃত্যু-পথ এ:

প্রথমত, পথটা অমঙ্গলময় ও অভিশাপে পরিপূর্ণ যথা: নরহত্যা, কুকামনা, লালসা, ব্যভিচার, চুরি, প্রতিমাপূজা, যাদুকর্ম, মন্ত্র-তন্ত্র, অপহরণ, মিথ্যাসাক্ষ্য, মিথ্যাকথা, দু-মনা ভাব, প্রতারণা, গর্ব, মন্দতা, অহংকার, কৃপণতা, কটুবাক্য, ঈর্ষা, দম্ভ, উদ্ধত ভাব, বড়াই।

ওরা মঙ্গল নির্যাতন করে, সত্য হিংসা করে, মিথ্যা ভালবাসে, ধার্মিকের মজুরি মানে না, শুভকর্ম সাধন করে না, বিচার সম্পাদনে ন্যায় সমর্থন করে না, মঙ্গলের জন্য নয়, কুকর্মের জন্যই সর্বদা প্রস্তুত, বিনম্রতা ও ধৈর্য থেকে দূরবর্তী, অসার সমস্ত কিছু ভালবাসে, প্রতিদানের অন্বেষণ করে, গরিবের প্রতি দয়াবান নয়, ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের সমব্যথী নয়, নির্মাণকর্তাকে চেনে না, সন্তানদের হত্যা করে, ঈশ্বরের সৃষ্ট ভ্রূণ হত্যা করে, অভাবীকে দূরে সরিয়ে দেয়, কষ্টভোগীকে অত্যাচার করে, ধনবানদের পক্ষে ওকালতি করে, দীনদের অন্যায্যতার সঙ্গে বিচার করে; ওরা যত পাপকর্মে পরিপূর্ণ।

সন্তান আমার, ওদের কাছ থেকে তোমরা যেন রেহাই পাও!

৬ সতর্ক থাক যেন কেউই এই শিক্ষাবাণী থেকে তোমাকে পথভ্রষ্ট না করে; তেমন মানুষ ঈশ্বরের মন অনুসারে শিক্ষাদান করে না।

তুমি যদি প্রভুর পুরাটা জোয়াল বহন করতে পার, তাহলে সিদ্ধপুরুষ হবে; কিন্তু যদি না পার, তাহলে যেটুকু পার সেটুকু কর। খাদ্য সম্বন্ধে যা যা পালন করতে পার তা পালন কর; কিন্তু তবুও দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত খাদ্য থেকে নিজেকে বিরত রাখ, কেননা সেটা হল মৃত দেবতাদের প্রতি উপাসনা।

৭ দীক্ষাস্নানের কথা বলতে গিয়ে, এভাবে দীক্ষাস্নান সম্পাদন কর: স্রোত-জলের মধ্যেই পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে দীক্ষাস্নান সম্পাদন কর; কিন্তু স্রোত-জল না থাকলে অন্য জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন কর; ঠাণ্ডা জলে যদি না পার, তাহলে গরম জলে তা সম্পাদন কর। জলের অভাব থাকলে তবে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে জল মাথার উপরে ঢাল।

দীক্ষাস্নানের আগে দীক্ষাপ্রার্থী ও দীক্ষা-সম্পাদনকারী দু'জনেই উপবাস পালন করুক, পারলে অন্যান্যরাও করুক। কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীকে কমপক্ষে দুই তিন দিন উপবাস পালন করার জন্য আহ্বান করবে।

৮ তোমরা ভণ্ডদের সঙ্গে উপবাস পালন করবে না; ওরা মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার উপবাস পালন করে, কিন্তু তোমরা বুধবার ও শুক্রবার উপবাস পালন করবে।

ভণ্ডদের মত প্রার্থনাও করবে না, কিন্তু নিজ সুসমাচারে প্রভু যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি তোমরা বলবে:

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক,
তোমার রাজ্যের আগমন হোক,
তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।
আমাদের দৈনিক খাদ্য আজ আমাদের দান কর;
এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর,
যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি;
আর আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দিয়ো না,
কিন্তু সেই ধূর্তজনের হাত থেকে আমাদের নিস্তার কর।
কারণ পরাক্রম ও গৌরব যুগে যুগে তোমারই। [আমেন।]

তোমরা দিনে তিনবার এভাবে প্রার্থনা করবে।

৯ আর ধন্যবাদ-স্তুতি বিষয়ে তোমরা এভাবে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাও:

আগে পানপাত্র সম্বন্ধে বল:

হে আমাদের পিতা,
তোমার দাস দাউদের সেই পবিত্র আঙুরলতার জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই
যা তুমি তোমার দাস যীশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ।
গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। [আমেন।]

তারপর সেই ছেঁড়া রুটি সম্বন্ধে বল:

হে আমাদের পিতা,
সেই জীবন ও জ্ঞানের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই
যা তুমি তোমার দাস যীশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ।
গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে।
এ ছেঁড়া রুটি যেমন পর্বত পর্বত জুড়ে বিক্ষিপ্ত ছিল
ও সংগৃহীত হয়ে এখন একরুটি হয়ে উঠেছে,
তেমনি তোমার মণ্ডলী যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তোমার রাজ্যে সংগৃহীত হয়,
কারণ যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা গৌরব ও পরাক্রম তোমারই চিরকাল ধরে। [আমেন।]

প্রভুর নামে যারা দীক্ষাস্নাত, তারা ছাড়া কেউই যেন তোমাদের খ্রীষ্টপ্রসাদের কিছুই না খায় বা পান না করে; কেননা এবিষয়েও প্রভু বলেছেন, *যা পবিত্র, তা কুকুরদের দিয়ো না।*

১০ খাদ্য গ্রহণে পরিতৃপ্ত হলে পর, তোমরা এভাবে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাও:

হে পবিত্রতম পিতা,
তোমার সেই পবিত্র নামের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই
যা তুমি আমাদের হৃদয়ে বাস করিয়েছ;
সেই জ্ঞান, বিশ্বাস ও অমরত্বের জন্যও ধন্যবাদ জানাই
যা তুমি তোমার দাস যীশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ।
গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। [আমেন।]
হে সর্বশক্তিমান মহাপ্রভু,
তুমি তোমার নামের খাতিরেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছ;
মানুষকে তুমি খাদ্য ও পানীয় ভোগ করতে দিয়েছ
তারা যেন তোমাকে ধন্যবাদ জানায়;
আমাদের কিন্তু তোমার দাস দ্বারা তুমি
আত্মিক খাদ্য ও পানীয়, ও শাশ্বত আলো দানে ধন্য করেছ।
সর্বোপরি আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তুমি পরাক্রমশালী।
গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে।
প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ,
সমস্ত অমঙ্গল থেকে তাকে রক্ষা কর,
তোমার ভালবাসায় তাকে সিদ্ধতামণ্ডিত কর,

চারপ্রান্ত থেকে তাকে সংগৃহীত কর,
তাকে তোমার সেই রাজ্যে পবিত্রিত করে তোল যা তার জন্য তৈরি করেছ।
কারণ পরাক্রম ও গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। [আমেন।]
অনুগ্রহেরই আগমন হোক ও এসংসার কেটে যাক।
দাউদের ঈশ্বরের হোসান্না!
যে কেউ পবিত্র, সে এগিয়ে আসুক! যে কেউ পবিত্র নয়, সে মনপরিবর্তন করুক:
মারানাথা, আমেন।

কিন্তু নবী যারা, তারা যেইভাবে ইচ্ছা করে, তাদের সেইভাবে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাতে দেওয়া হোক।

১১ সুতরাং, যে কেউ এসে এ সমস্ত কথা শেখায় তাকে গ্রহণ কর; কিন্তু লোকটা নকল ধর্মগুরু হলে কিংবা এই সমস্ত কথা নাশ করার জন্য অন্য ধরনের ধর্মশিক্ষা শেখালে তোমরা তাকে শুনো না। কিন্তু তার শিক্ষার উদ্দেশ্য ধর্মময়তা ও ঈশ্বরজ্ঞান হলে তবে প্রভুকেই যেন তাকে গ্রহণ কর।

আর প্রেরিতদূত ও নবীদের বেলায়, সুসমাচারের নিয়ম অনুসারেই ব্যবহার কর।

যে কোন প্রেরিতদূত তোমাদের কাছে আসেন, তাঁকে প্রভুকেই যেন গ্রহণ কর; তিনি একদিনের বেশি যেন না থাকেন, প্রয়োজন হলে আর এক দিন থাকতে পারবেন; কিন্তু লোকটা তিন দিন থাকলে সে নকল নবী। আর বিদায় নেওয়ার সময়ে সেই প্রেরিতদূত তাঁর যাত্রার পরবর্তী স্থান পৌঁছবার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি ছাড়া অন্য কিছুই সঙ্গে নেবেন না; লোকটা অর্থ চাইলে সে নকল নবী।

যে নবী আত্মার প্রেরণায় কথা বলেন, তাঁকে তোমরা যাচাই বা পরীক্ষা করবে না, কেননা যে কোন পাপ ক্ষমা করা হবে, কিন্তু এই পাপের ক্ষমা হবে না। যে কেউ প্রেরণার বশে কথা বলে সে যে নবী এমন নয়, সে-ই নবী, যার ব্যবহার প্রভুর ব্যবহারের মত। সুতরাং ব্যবহারের মধ্য দিয়েই নকল ও প্রকৃত নবীকে নির্ণয় করা যাবে।

প্রেরণার বশে যে নবী ভোজনের আয়োজন আজ্ঞা করেছেন, সেই নবী সেই ভোজনে অংশ নেবেন না, অন্যথা লোকটা নকল নবী। যে কোন নবী সত্য শেখায় অথচ শেখানো সত্য অনুসারে চলে না, সে নকল নবী।

অপরদিকে, পরীক্ষাসিদ্ধ ও সত্যকার এক নবী যদি মণ্ডলীর সার্বিক সেবায় নিয়োজিত থাকেন এবং তিনি যা যা করেন যদি অন্যদের তেমনটি করতে না শেখান, তাহলে তোমরা তাঁকে বিচার করবে না, কেননা বিচার ঈশ্বরেরই। আসলে, প্রাচীনকালের নবীরাও তেমনি করেছিলেন। কিন্তু যে কেউ প্রেরণার বশে 'আমাকে অর্থ দাও' কিংবা এধরনের অন্য কথা বলে, তাকে তোমরা শুনবে না। কিন্তু নবী অন্য অভাবগ্রস্তদেরই জন্য তোমাদের অর্থদান করতে বললে, তাহলে কেউই যেন তাঁকে বিচার না করে।

১২ যে কেউ প্রভুর নামে আসছে তাকে গ্রহণ করা হোক; কিন্তু পরবর্তীকালে তাকে যাচাই করে জেনে নাও সে কে; কেননা বাঁ হাত থেকে ডান হাত নির্ণয় করার জন্য তোমাদের তো বোধ আছে।

লোকটি ভ্রমণকারী হলে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য কর; কিন্তু তবুও সে যেন তোমাদের কাছে দু' দিন, কিংবা প্রয়োজন হলে, তিন দিনের বেশি না থাকে। সে যদি তোমাদের মধ্যে বাস করতে ইচ্ছা করে ও একটা কাজ জানে, তাহলে সে নিজের উপার্জনের জন্য নিজেই কাজ করুক। কিন্তু, সে যদি কোন কাজ না জানে, তাহলে সুবুদ্ধির সঙ্গে একটা ব্যবস্থা কর, যাতে তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্টান বলে কোন নিষ্কর্মা জীবনযাপন না করে। তাতে রাজি না হলে লোকটা খ্রীষ্টকে নিয়ে ব্যবসাই করে; তেমন লোকের বিষয়ে সতর্ক থাক।

১৩ অপরদিকে, যে কোন প্রকৃত নবী তোমাদের মধ্যে বাস করতে ইচ্ছা করেন, তিনি খাদ্য পাবার অধিকার রাখেন; একই প্রকারে প্রকৃত ধর্মগুরুও, যে কোন মজুরের ন্যায়, খাদ্য পাবার অধিকার রাখেন। সুতরাং তোমার আঙুরপেষাইযন্ত্র, খামার, বলদ ও মেষের প্রথমফল তুলে নিয়ে তা নবীদের দান কর, কেননা তাঁরাই তোমাদের মহাযাজক। তোমাদের মধ্যে কোন নবী না থাকলে তা গরিবদের দান কর।

রুটি তৈরি করলে তার প্রথমফল তুলে নাও, ও আজ্ঞা অনুসারে দান কর। একই প্রকারে, যখন আঙুররস বা তেলের একটি পাত্র খোল, তার প্রথমফল নবীদেরই দান কর। যেভাবে তুমি ভাল মনে কর, সেই অনুসারে অর্থ, কাপড় ও তোমার যত সম্পদেরও প্রথমফল তুলে নিয়ে আজ্ঞা অনুসারে তা দান কর।

১৪ প্রভুর দিনে তোমরা একত্র হও, ও রুটি ছিঁড়ে ধন্যবাদ-স্তুতি জানাও—আগে কিন্তু তোমাদের অপরাধ স্বীকার কর, যাতে তোমাদের এ যজ্ঞ বিশুদ্ধ হয়।

প্রতিবেশীর সঙ্গে যাদের বিবাদ আছে, পুনর্মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন তোমাদের সঙ্গে না বসে, পাছে তোমাদের যজ্ঞ কলুষিত হয়। কেননা প্রভু একথা বললেন, *সর্বস্থানে ও সর্বক্ষণে আমার উদ্দেশে শুদ্ধ যজ্ঞ উৎসর্গ করা হোক, কারণ আমি মহান রাজা—প্রভুর উক্তি—আর সর্বদেশের মাঝে আমার নাম অপরূপ।*

১৫ সুতরাং নিজেদের জন্য প্রভুর যোগ্য অধ্যক্ষ ও পরিসেবক নিযুক্ত কর: তাঁরা যেন হন নম্র মানুষ, অর্থলালসা থেকে মুক্ত, সত্যবাদী ও পরীক্ষাসিদ্ধ, কেননা তোমাদের মধ্যে তাঁরা নবী ও ধর্মগুরুর ভূমিকা পালন করেন। তাই তাঁদের অবজ্ঞা করবে না, কেননা নবী ও ধর্মগুরুদের সঙ্গে তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি।

একে অপরকে ভর্ৎসনা কর, কিন্তু ক্রোধভরে নয় বরং শান্তিতে, যেইভাবে সুসমাচার শেখায়। যে কেউ প্রতিবেশীকে অপমান করে কেউই যেন তার সঙ্গে কথা না বলে, মন না ফেরালে পর্যন্ত সে যেন তোমাদের কাছ থেকে কোন কথা না শুনতে পায়।

তোমাদের প্রার্থনা, অর্থদান ও সমস্ত কাজ সেইভাবে সাধন কর যেইভাবে আমাদের প্রভুর সুসমাচারে নির্দেশ করা আছে।

১৬ তোমাদের জীবনধারণের বিষয়ে সজাগ থাক: তোমাদের প্রদীপ যেন নিভে না যায় ও তোমাদের কোমরের বাঁধন যেন খুলে না যায়, বরং তৈরী থাক, কেননা কোন্ প্রহরে আমাদের প্রভু আসবেন তা জান না। যা যা তোমাদের প্রাণের উপকারিতায় আসে তা ভাবার জন্য বারবার একত্রে সম্মিলিত হও। শেষ ক্ষণে যদি সিদ্ধপুরুষ না হয়ে থাক তবে সবসময় বিশ্বাস-পথে চলতে থাকা অর্থহীন হবে।

কেননা সেই অন্তিম দিনগুলিতে নকল নবীদের সংখ্যা ও পরকে দূষিত করে যারা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, এবং মেষ নেকড়েতে পরিণত হবে; ভালবাসা হিংসায় পরিণত হবে। কেননা শঠতা বৃদ্ধি পেতে পেতে মানুষ একে অপরকে ঘৃণা করবে, নির্যাতন করবে ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে; আর তখন জগতের প্রবঞ্চক ঈশ্বরের পুত্রই যেন দেখা দেবে, আর সে মহাচিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ সাধন করবে; পৃথিবী তারই হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর সে এমন শঠতাপূর্ণ কাজ সাধন করবে যা জগৎপত্তনের সময় থেকে কখনও ঘটেনি। তখন গোটা মানবজাতি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হবে: অনেকে পদস্খলিত হয়ে বিলুপ্ত হবে, কিন্তু যারা বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান থাকবে তারা সেই অভিশাপ দ্বারাই পরিত্রাণ পাবে।

আর তখন সত্যের চিহ্নসকল দেখা দেবে। প্রথম চিহ্ন: স্বর্গ উন্মুক্ত; দ্বিতীয় চিহ্ন: তুরীটা বাজবে; তৃতীয় চিহ্ন: মৃতদের পুনরুত্থান। সকল মৃতজন পুনরুত্থিত হবে এমন নয়, যেমনটি বলা হয়েছিল: প্রভু আসবেন, তাঁর সকল পবিত্রজনেরাও আসবেন তাঁর সঙ্গে। তখনই জগৎ প্রভুকে স্বর্গের মেঘবাহনে আসতে দেখবে।